1 প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা (Institute Planning)

বিষয়বস্তু প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা ● প্রয়োজনীয়তা ● বৈশিষ্ট্য ■ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের বিকাশ প্রাতিষ্ঠানিক ■ পরিকল্পনার বিভিন্ন নীতি ● বিভিন্ন পর্যায় ■ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাগুলির সুবিধা ■ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক দিকের গুরুত্ব ■ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ■ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সঙ্গে আর্থিক দিকের সম্পর্ক ● সিস্টেম পদ্ধতির সম্পর্ক ■ কোঠারি কমিশনের সুপারিশ ■ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য মানব সম্পদের ভূমিকা ● প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ● সহকারী শিক্ষকের ভূমিকা ● শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ● অভিভাবকদের ভূমিকা ● শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব।

পরিকল্পনা একটি বিজ্ঞানসম্মত প্রয়োগকৌশল যা সচেতনভাবে পূর্ব নির্ধারিত এবং নীতিসমন্বিত পদ্ধতির মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উন্নয়নের পথ ধরে লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করে। স্বাধীনতার পরবর্তী যুগে ভারতের বিভিন্ন দিকের উন্নতির জন্য নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনা শুরু হয়েছিল। শিক্ষা-পরিকল্পনা এই সামগ্রিক পরিকল্পনারই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু কোনো পরিকল্পনাই সম্পূর্ণভাবে তার লক্ষ্যে পৌঁছোতে পারেনি। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, এই হতাশাজনক অবস্থার প্রধান কারণ হল ভারতবর্ষের জনসংখ্যার একটা বড়ো অংশ এখনও নিরক্ষর। এই নিরক্ষর মানুষ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে যথাযোগ্যভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেনি। যে-কোনো দেশের সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হল জনসম্পদ। এই জনসম্পদ বিকাশের সম্ভাবনাকে যদি সদ্ব্যবহার না করা যায় তবে কোনো পরিকল্পনাই সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের পরিকল্পনা ব্যবস্থায় উপর থেকে নীচে চাপিয়ে দেওয়া পদ্ধতি অবলম্বন করার ফলে দেশের বেশির ভাগ বিদ্যালয়গুলিই জাতীয় বা রাজ্যস্তরে তৈরি শিক্ষা-সংক্রান্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে উদাসীন ছিল। এ বিষয়ে ***কোঠারি কমিশনের মন্তব্য*** উল্লেখ্য, "No comprehensive programme of educational development can ever be put accross unless it involves every educational institution and all the human factors connected with it–its teachers, students and local community." অর্থাৎ কোনো সামগ্রিক পরিকল্পনা শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকরী হবে না যদি না প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং এর সঙ্গে যুক্ত মানবসম্পদ যেমন শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং কমিউনিটি যুক্ত না হয়। অতএব বলা যায় যে, বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থার যে সুপরিকল্পনা প্রয়োজন তার প্রণয়নের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে বিদ্যালয় প্রশাসন ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তির। তাই শিক্ষাকে সার্বজনীন ও উন্নত মানসম্পন্ন এবং জীবনধর্মী

করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন **প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা**। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা হল একটি কার্যক্রম, যা কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, তার বিকাশ ও উন্নতির জন্য গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় সেই প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজন ও প্রাপ্ত সম্পদের উপর ভিত্তি করে এবং এরই মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন কর্মসূচির উন্নয়ন করা সম্ভব হয়। এই পরিকল্পনা দীর্ঘমেয়াদি ও স্বল্পমেয়াদি হতে পারে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-পরিকল্পনা ও পরিচালনার বিকেন্দ্রীকরণ সমগ্র শিক্ষা-পরিকল্পনা পদ্ধতির ভিত্তি প্রস্তুত করে। এর ফলে সহ শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক, শিক্ষাকর্মী ও সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা শিক্ষা-পরিকল্পনা ও পরিচালনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার যাবতীয় কর্মসূচি উদ্ভাবন স্তর থেকে নিম্নাভিমুখী শিক্ষানীতি গ্রহণ করার (Downward filtration theory) সুপারিশ করা হয়। যেখানে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা সর্বনিম্ন স্তর থেকে ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী যাওয়ার বিজ্ঞানসম্মত নীতির সুপারিশ করা হয়। শিক্ষা পরিকল্পনার ক্ষেত্রে একই নীতি বর্তমানে প্রয়োগ করা হয়। এই নীতিটি হল সর্ব নিম্নস্তরের অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে পরিকল্পনা করা হবে। পরবর্তী স্তরে ব্লক স্তরে পরিকল্পনা করা হবে। এইভাবে ক্রমশ জেলা ভিত্তিক, রাজ্য ভিত্তিক ও সর্বোচ্চ স্তরে জাতীয় স্তরে পরিকল্পনা রচনা করা হবে। একেই **পরিকল্পনা পিরামিড** বলা হয়। যা নিম্নে একটি চিত্রের আকারে দেখানো হল—

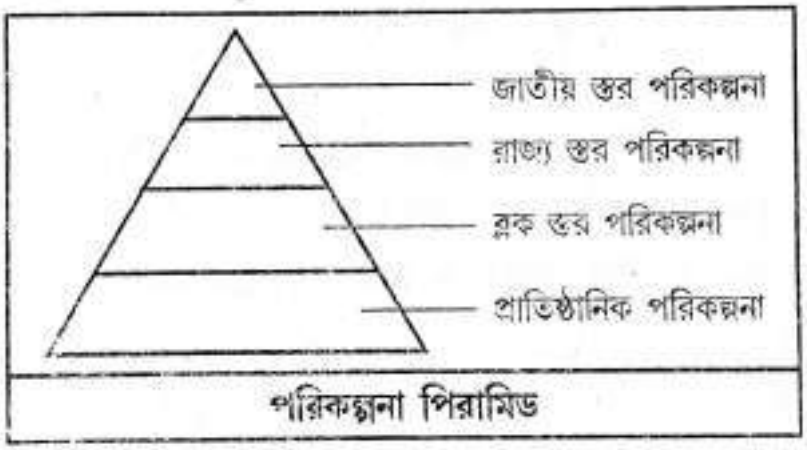

পরিকল্পনা পিরামিড

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Needs of Institutional Planning) :

বিদ্যালয়ের যে বর্ষপঞ্জি তার থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা পৃথক। বর্ষপঞ্জিতে থাকে কর্মীদের নির্দিষ্ট কাজের তালিকা, শিক্ষকদের পাঠ-এককের পরিকল্পনা, ছাত্রদের কাজের তালিকা, সময় তালিকা, মূল্যায়নের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া ও সময় ইত্যাদি। কিন্তু এখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার উন্নয়নমূলক দিক সম্পর্কিত কিছু থাকে না। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় অন্যান্য অনেক বিষয়ের সঙ্গে বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মান উন্নত করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যে এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত, সে এলাকার বিভিন্ন বয়সের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার জন্য শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার জন্য পরিকল্পনা প্রয়োজন।

শিক্ষার পরিমাণগত, গুণগত উন্নতি এবং ব্যয়-সংকোচনের জন্য পরিকল্পনা করা হয়। পরিমাণগত উন্নতি বলতে বোঝায় সেই কর্মসূচি গ্রহণ যার মাধ্যমে স্কুলছুট, অনুন্নয়ন ইত্যাদির সংখ্যা হ্রাস করা সম্ভব হয়। গুণগত মানের উন্নতি বলতে বোঝায় সেই কর্মসূচি গ্রহণ যার মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার স্তরে উন্নতিসাধন এবং তাদের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক উন্নতির সার্বিক বিকাশসাধন। **ব্যয়-সংকোচন** বলতে বোঝায় ছাত্রপিছু অপব্যয় কমিয়ে কম খরচে প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ও পরিপূর্ণ ব্যবহার।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রতিটি স্তরে পরিকল্পনা জাতীয় নীতি অনুযায়ী গৃহীত হবে।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা পরিকল্পনা রচনার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 1986 সালের জাতীয় শিক্ষানীতিতেও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা অগ্রাধিকার পাবে। এই পরিকল্পনা বিকেন্দ্রিত হবে যেখানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার বজায় থাকবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics or Significance of Institutional Planning) ঃ

(1) এটি কেবলমাত্র বিদ্যালয় প্রধানের পরিকল্পনা নয়, সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণের নীতিই হল এই পরিকল্পনার মূল ভিত্তি।

(2) বিদ্যালয়ের যাবতীয় সমস্যা ও নির্ধারিত প্রয়োজনগুলিকে ভিত্তি করে এটা রচিত।

(3) এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে ও বাইরের প্রাপ্ত মানব ও বস্তুগত সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারের সুযোগ আছে।

(4) এটি সহজে ও প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা হয়।

(5) এটি বিজ্ঞানভিত্তিক, কারণ সবরকম তথ্য এবং পরিসংখ্যান বিচারবিবেচনা করে এটি রচনা করা হয়।

(6) প্রয়োগ সম্ভাবনার দিক দিয়ে বিচার করলে এটি একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের বিকাশ (Different aspects of Institutional Planning on School) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ফলে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিকের উন্নতি ও বিকাশ হয়। যেমন—

7150 Sitalkuchi College

● *(১) প্রশাসনিক উন্নতি :* প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার একটি উদ্দেশ্য হল প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সুসংগঠিত করা। বিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কাঠামো থাকে। এই প্রশাসনিক কাঠামোটি সুদৃঢ় হলে পরিচালনার কাজ অনেক সহজ হয়। প্রশাসনিক কাঠামোটি সুদৃঢ় করার উপায় হল এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা। এটি সম্ভব হয় পরিকল্পনার মাধ্যমে। প্রশাসনিক উন্নতির জন্য নিয়মিত কর্মীসভার আয়োজন, তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার উন্নতি, কর্মীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন এবং গণতান্ত্রিক প্রথায় ছাত্রদের দ্বারা বিদ্যালয় পরিচালনা করার ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।

● *(২) বিদ্যালয় ও সমাজের সম্পর্ক স্থাপন :* শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। বিদ্যালয়ের কর্মসূচির মাধ্যমে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের গড়ে তোলা হয়। সমাজের কর্তব্য হল বিদ্যালয়গুলি সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী যাতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে সেদিকে লক্ষ রাখা এর জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষালয় ও সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ দায়িত্ব আছে। সমাজকে কার্যকরীভাবে শিক্ষাকার্যে ব্যবহার করা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মাধ্যমে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই দায়িত্ব গ্রহণ করে।

● *(৩) পঠনপাঠনের দিকের উন্নতি :* প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা পঠনপাঠনের উৎকর্ষতায় সাহায্য করে। পঠনপাঠনে উৎকর্ষতার জন্য পাঠক্রমের সুষ্ঠু পরিকল্পনা, শিক্ষণ-পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিকল্পনা, পরীক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিকল্পনা, পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা এবং শিক্ষা-বিষয়ক নতুন পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালনারও ব্যবস্থা করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সাহায্য করে। এই পরিকল্পনা বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তিদের কাজের মধ্যে সমন্বয় এনে মানবসম্পদের পূর্ণ সদ্‌ব্যবহার করতে সাহায্য করে।

● *(৪) সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলি :* এই পরিকল্পনার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠ্যক্রম কার্যাবলির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়। ফলে অবসর সময়ের সদ্‌ব্যবহার করা যায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভিন্ন কাজের অভ্যাস ও শখ (Hobbies) গড়ে তোলা যায়।

● *(৫) শৃঙ্খলা রক্ষা করা :* সুষ্ঠু পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষায় সাহায্য করে। সুন্দর ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অপসংগতিমূলক আচরণ রোধ করা যায়। ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলা রক্ষায় এগিয়ে আসে।

● *(৬) বস্তু সম্পদের সদ্‌ব্যবহার :* প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বস্তুগত সম্পদ সদ্‌ব্যবহার করার উপায় নির্দেশ করে। বস্তুগত সম্পদের অর্থ বিদ্যালয়গৃহ, শিক্ষা উপকরণ, অন্যান্য সরঞ্জাম ইত্যাদি। এর ফলে খেলার মাঠ, পরীক্ষাগার ইত্যাদি অব্যবহারের ফলে নষ্ট হয় না।

● *(৭) আর্থিক সংস্থানের সদ্ব্যবহার* ঃ অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেরই আর্থিক ক্ষমতা সীমিত। অথচ উন্নয়নের জন্য আর্থিক প্রয়োজন খুব বেশি। এই অবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা বিদ্যালয়ের সীমিত আর্থিক সংস্থানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে। উন্নয়ন পরিকল্পনায় সবসময় আর্থিক সংস্থানের ক্ষমতা চিন্তা করা হয়। পরিকল্পনার মাধ্যমে কোন্ কাজটির অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার তা ঠিক করে নেওয়া হয়।

● **(৮) অপচয় ও অনুন্নয়ন রোধ (Wastage Stagnation and Institutional Planning)** ঃ আমাদের দেশের শিক্ষা সমস্যার অন্যতম হল তালিকাভুক্তি (enrolement), ধরে রাখা (Retention), স্কুলত্যাগ (Dropout), অপচয় (Wastage) এবং অনুন্নয়ন (Stagnation)। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল এইসব সমস্যার যথাযথ সমাধান করা।

তালিকাভুক্তি বলতে বোঝায় বিদ্যালয় যাওয়ার যোগ্য বয়সের প্রত্যেককে বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করে দেওয়া। **ধারণ** বা ধরে রাখা বলতে বোঝায় যারা বিদ্যালয়ে ভরতি হল তাদের বিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট পাঠ্যস্তর পর্যন্ত ধরে রাখা। ১৯৬৮ ও ১৯৮৯ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী ভারতের বিদ্যালয় শিক্ষাকাঠামো হল ১০ + ২। সব রাজ্যেই ৫ + বা ৬ + বয়সে প্রথম শ্রেণিতে শিশুরা ভরতি হয়। নীতি অনুযায়ী প্রাথমিক স্তরে প্রত্যেক শিক্ষার্থী ভরতি হওয়ার সমসুযোগ পাবে। যদি ৫ + বা ৬ + বয়সের প্রত্যেক শিশু বিদ্যালয়ে প্রবেশের সুযোগ পায় তবে নিরক্ষরতার সংখ্যা হ্রাস পাবে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সামঞ্জস্য না থাকায় এ সুযোগ সবাই পায় না। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করার জন্য প্রয়োজন আঞ্চলিক চাহিদা অনুযায়ী পরিকল্পনা করে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

ভারতের শিক্ষার অপর একটি সমস্যা হল যারা প্রাথমিক স্তরে ভরতি হল তাদের চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ে ধরে রাখা। এই ধারণ সমস্যার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত হল পরীক্ষা বা মূল্যায়ন ব্যবস্থা বা উচ্চশ্রেণিতে প্রমোশন। ভারতের বেশির ভাগ রাজ্যে প্রথম থেকে চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিদ্যালয়ে অভ্যন্তরীণ বার্ষিক পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে। এই পরীক্ষার ভীতি ও পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার ভীতি থেকেও তৈরি হয় স্কুল ত্যাগের মানসিকতা। গত কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্যার সমাধানের জন্য প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষাপদ্ধতি তুলে দেওয়া হয়েছিল। এখানে সব স্কুলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা রয়েছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমেই ছাত্রদের বিভিন্ন অসুবিধা দূর করে তাদের পরের ক্লাসে promotion দেওয়া হয়। কিন্তু এই ধারাবাহিক মূল্যায়ন ব্যবস্থাটি সঠিক সর্বত্র বিজ্ঞানসম্মতভাবে পরিচালিত না হওয়ায় এবং শিক্ষার মানের নিম্নাভিমুখী হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই প্রাথমিক স্তরে এ রাজ্যেও একটি স্তরের পর পরীক্ষা গ্রহণের কথা বলা হচ্ছে।

বিদ্যালয়ে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ধরে রাখার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত আছে অনুন্নয়ন, অপচয় ও স্কুলত্যাগের সমস্যা। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকেই হার্টগ কমিটি এই অপচয় ও অনুন্নয়ন সমস্যাকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের প্রধান সমস্যা বলে চিহ্নিত করেছিলেন। অপচয় বলতে বোঝায়, অকৃতকার্য ছাত্রদের কর্মশক্তি ও তাদের শিক্ষার জন্য যে অর্থ ব্যয় হয় তার অপচয়। শিক্ষার অনুন্নয়ন বলতে বোঝায়, অকৃতকার্য ছাত্রদের বছরের পর বছর একই শ্রেণিতে অবস্থান করা। প্রাথমিক শিক্ষাকে প্রথম চারটি বছর বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করাতে না পারলে চর্চার অভাবে শিক্ষার্থীরা পুনরায় নিরক্ষর হয়ে পড়ে। ছাত্ররা নিয়মিতভাবে ক্লাস-প্রোমোশন না পেলে ক্ষতি হয় অকৃতকার্য ছাত্রদের, তাদের অভিভাবকদের এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরও। কারণ একদিকে যেমন, অকৃতকার্য শিক্ষার্থীরা ওই শ্রেণিতে থাকার ফলে নতুন ছাত্র ভরতির সুযোগ পাচ্ছে না। যার ফলে শিক্ষার প্রসার বাধপ্রাপ্ত হচ্ছে ; অন্য দিকে একই শ্রেণিতে থাকার ফলে অকৃতকার্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে হতাশা দেখা যায় ; যার পরিণতিতে ঘটে বিদ্যালয় ছুটদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। অর্থাৎ বিদ্যালয় ছুট ও অপচয় জনিত সমস্যা তীব্র করা।

অনুন্নয়ন ও অপচয়ের একাধিক কারণ উল্লেখ করা যায়। যেমন—

(1) উপযুক্ত গৃহ-পরিবেশের অভাব—আমাদের এখনও পর্যন্ত (প্রায় শতকরা 27 জন) নিরক্ষর। নিরক্ষর পিতা-মাতারা শিক্ষার তাৎপর্য বুঝে উঠতে পারে না। স্বাভাবিকভাবে তাদের সন্তানদের পঠন-পাঠনের জন্য যে গৃহ পরিসরের প্রয়োজন তার ব্যবস্থা তারা করে উঠতে পারে না।

(2) দারিদ্র্য—আমাদের দেশে দারিদ্র্য একটি গুরুতর সমস্যা। আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে একটা বড়ো অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। দু-বেলা অন্নসংস্থানে তারা অক্ষম। এমত অবস্থায় সন্তানের পঠন-পাঠনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা তাদের নিকট অসম্ভব। যার ফলে শিশুরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

(3) শিশু শ্রমিক—আর্থিক অনটনের ফলে অনেক পিতা-মাতাই তাদের পুত্র-কন্যাদের হয় গৃহের কাজে নিযুক্ত করে, না হয় চাষ-আবাদে, দোকানে বা কল-কারখানায় শিশু শ্রমিক হিসাবে নিযুক্ত করতে বাধ্য হয়।

(4) যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতির হার বেশি থাকে।

(5) একজন অথবা দুজন শিক্ষক কর্তৃক পরিচালিত স্কুলে অনেকগুলি শ্রেণি থাকে।

(6) ত্রুটিপূর্ণ পরিদর্শন ব্যবস্থা।

(7) জীবনভিত্তিক পাঠ্যক্রমের অভাব।

অনুন্নয়ন ও অপচয় রোধ করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

(1) অভিভাবকগণ যাতে সন্তানদের বিদ্যালয় প্রেরণে উৎসাহী হন তারা অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এবিষয়ে তাদের অনুকূল মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য গৃহ-পরিদর্শন ও অভিভাবক সভার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(2) স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয়ে দীর্ঘ অবকাশ বা Vacation এর সময় স্থির করতে হবে ও বিদ্যালয়ের সময় তালিকা গঠন করতে হবে।

(3) বাস্তবসম্মত পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োগমূলক গৃহকাজ দিতে হবে।

(4) পাঠদানের সময় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে, নিয়মিত শারীরশিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে, বিদ্যালয়ে অন্যান্য সরঞ্জাম সংগ্রহের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(5) শিক্ষাসংক্রান্ত বিষয় শিক্ষণপদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ে সমস্ত শিক্ষকদের মধ্যে আলোচনাচক্রের ব্যবস্থা করতে হবে, শিক্ষকদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। মাঝে মাঝে শিক্ষকদের জন্য 'রিফ্রেশার্স কোর্স' বা বৃত্তিকালীন প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করতে হবে।

(6) পরীক্ষাভীতি দূর করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(7) জনসংখ্যা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যার মধ্যে অসামঞ্জস্য দূর করার জন্য মুক্ত বিদ্যালয়ের (open class system) পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার বিভিন্ন নীতি (Principles of Institutional Planning) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার নীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(1) একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্মীদের উপলব্ধি অনুসারে এবং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুসারে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(2) সমাজ ও বিদ্যালয়ের সম্ভাব্য সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(3) বিদ্যালয়ের পরিচালকবৃন্দ, কর্মী, শিক্ষার্থী ও কমিউনিটির মিলিত উদ্যোগে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(4) একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে নিয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(5) প্রতিষ্ঠানভিত্তিক নির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। সব প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য মনে করা সঠিক হবে না।

(6) পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

(7) সমাজের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের কথা চিন্তা করে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

(8) পরিকল্পনা কখনোই অনমনীয় হবে না, প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সুযোগ থাকা বাঞ্ছনীয়।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার বিভিন্ন পর্যায় (Different Steps for Institutional Planning) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচনা একটি জটিল কাজ। পর্যায়ক্রমে কতকগুলি কাজের তালিকা নির্ণয় করাকে পরিকল্পনা বলে না। বিভিন্ন শিক্ষাবিদ প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচনার কয়েকটি বিজ্ঞানসম্মত পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই পর্যায়গুলি হল—

● ***(1) চাহিদা চিহ্নিতকরণ***—পরিকল্পনা রচনার প্রথম পর্যায় হল শিক্ষালয়ের নিজস্ব চাহিদাগুলির চিহ্নিতকরণ। এর জন্য একটি সমীক্ষা করার দরকার। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে এই চাহিদাগুলি নির্দিষ্ট করতে হবে। চাহিদাগুলি চিহ্নিত করা গেলে পরিকল্পনার কাজে যুক্ত সব ব্যক্তিই নিজের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পারবেন।

● ***(2) বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ***—দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষালয়ের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যসংগ্রহ করা প্রয়োজন। শিক্ষালয়ের প্রাপ্ত সম্পদ, সুযোগসুবিধা, বিভিন্ন কাজের বাধাসমূহ ইত্যাদি সম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহ করতে হবে। শিক্ষালয়ের প্রাপ্ত সম্পদ কীভাবে পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা যায় তা বিবেচনা করতে হবে। তাছাড়া পাঠক্রম, শিক্ষণ-পদ্ধতি, ইত্যাদি যেগুলি বর্তমানে প্রয়োগ করা হচ্ছে সেগুলির কার্যকারিতা এই পর্যায়ে বিবেচনা করতে হবে।

● ***(3) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কর্মসূচি নিরূপণ করা***—এই পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের চাহিদাগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করতে হবে। এক সঙ্গে যাবতীয় কর্মসূচি গ্রহণ করলে কোনোটিই সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা যায় না এবং এর জন্য যে অর্থ সংস্থানের প্রয়োজন তা অনেক বিদ্যালয়ের পক্ষেই সংগ্রহ করা কঠিন। তাই কর্মসূচিগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সজ্জিত করা প্রয়োজন। সাধারণত পরিকল্পনা দু-ধরনের হয়—স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি। স্বল্পমেয়াদি হল অল্প দিন বা সময়ের জন্য যে কর্মসূচিগুলি পরিচালিত হয় যেমন বিজ্ঞানমূলক প্রদর্শন, সমাজ সেবামূলক কার্যাবলি ইত্যাদি। দীর্ঘমেয়াদি হল দীর্ঘ সময়ের যে কর্মসূচি পরিচালিত হয়। যেমন—মিড-ডে-মিল. শারীরিক বিকাশের জন্য খেলাধুলা ইত্যাদি।

2x AK
West Bengal
2023, 13:54

● *(4) মূল পরিকল্পনা রচনা*—পরিকল্পনা রচনার চতুর্থ পর্যায়ে মূল পরিকল্পনা রচনা করতে হয়। পূর্বের তিনটি স্তরে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে, বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে—এই স্তরে সেই অনুযায়ী ক্রমপরিকল্পনা রচনা করতে হবে। এখানে লক্ষ রাখতে হবে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য কী, উপকরণ সংগ্রহের উৎস কী, কারা কোন্ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, সহযোগিতা কারা করবেন, আর্থিক সংস্থান কীভাবে হবে, পরিকল্পনা রূপায়ণে কত সময় লাগবে ইত্যাদি। এই পরিকল্পনা রচনার কাজে কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক সবাইকে যুক্ত করতে হবে।

● *(5) প্রয়োগ*—পরিকল্পনা রচনা করার পর সেটিকে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রয়োগের ব্যাপারে যাতে সংশ্লিষ্ট সকলে সক্রিয় সহযোগিতা করে তার জন্য তাদের উৎসাহিত করতে হবে।

● *(6) মূল্যায়ন*—যে উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে পৌঁছানো কিনা তা মূল্যায়ন করতে হবে। বিভিন্নভাবে এবং কৌশলে মূল্যায়ন করা হয়। সাধারণত দু-ধরনের মূল্যায়ন করা হয়—গঠনগত মূল্যায়ন এবং সমষ্টিগত মূল্যায়ন। গঠনগত মূল্যায়ন হল পরিকল্পনা প্রয়োগ করা কালীন বিভিন্ন কর্মসূচি কী পরিমাণে সফল হয়েছে সে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সমষ্টিগত মূল্যায়ন হল সমগ্র পরিকল্পনা প্রয়োগের পর পরিকল্পনার উদ্দেশ্যাবলি কী পরিমাণে অর্জিত হয়েছে তা বিচার করা। উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন মূল্যায়নের কৌশল যেমন—পর্যবেক্ষণ, প্রস্তাবনা, সাক্ষাৎকার, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের রিপোর্ট ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। সমষ্টিগত মূল্যায়নের পর পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি কি পরিমাণে অর্জিত হয়েছে, কোন্‌গুলি অর্জিত হয়নি এবং তার কারণসমূহ বিবেচনা করতে হবে। এর ফলে পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণ করা ও রূপায়ণ করা সম্ভব হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাগুলির সুবিধা (Advantages of Institutional Planning) ঃ

জেলার সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করছে মানবসম্পদের সঠিক ব্যবহার ও তাদের বিকাশের দিকে যথাযথ নজরদারির উপর। এই কার্যটি করার জন্য সমাজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর করে। এর জন্য প্রয়োজন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাগুলির সুবিধাগুলি হল—

(i) প্রশাসনিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটানো সম্ভব হয়।

(ii) বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

(iii) প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(iv) শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

(v) বিদ্যালয় শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

(vi) বিদ্যালয়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে ওঠে।

(vii) বিভিন্ন ধরনের সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি পরিচালনা করা সম্ভব হয়। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজের অভ্যাস গড়ে ওঠে।

(viii) সঠিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় বিদ্যালয় পঠনপাঠনের উন্নতিকরণ সম্ভব হয়।

(ix) প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগার অবশ্যই থাকা দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা সুসজ্জিত গ্রন্থাগার স্থাপনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে এবং ওই গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায়।

(x) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা বস্তুগত সম্পদ যথা—বিদ্যালয় গৃহ, শিক্ষা-উপকরণ, বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম ইত্যাদি সদ্ব্যবহার করতে শেখায়।

(xi) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সাহায্যে মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়।

(xii) সঠিক পরিকল্পনা সংগৃহীত অর্থের সদ্ব্যবহার করতে শেখায়, যা কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিকভাবে পরিচালনায় সহায়তা করে।

(xiii) সামগ্রিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার প্রয়োজন।

(xiv) অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মসূচি নিরূপণ করা হয় ইত্যাদি।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক গুরুত্ব (Importance of Administration in case of Institutional Planning) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রচনার সময় বিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক দিকের প্রতি নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি হল—

(a) শিক্ষকসভা আয়োজন ও তার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে বিচারবিবেচনা করা।

(b) প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যথাযথ সম্পর্ক স্থাপিত না হলে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় সফলতা আসবে না।

(c) বিদ্যালয়ের শিক্ষামূলক ও সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলির উপর যথাযথ গুরুত্ব প্রদান ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধান।

(d) শিক্ষকদের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন।

(e) শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন।

(f) বিদ্যালয়ে শৃঙ্খলা স্থাপন ও নিয়মনীতির প্রতি যথাযথ গুরুত্বদান।

T2x AK
i, West Bengal Oct 3, 2023, 13:54

(g) বিদ্যালয়ের সঙ্গে অভিভাবকদের সুসম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে দুরত্ব দুরীকরণ।

(h) বিদ্যালয় গৃহ, পরীক্ষাগার, বিভিন্ন সরঞ্জামগুলিকে যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা এবং এগুলিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করা।

(i) উপযুক্ত সময়তালিকা প্রস্তুতি যার মাধ্যমে শিক্ষকরা যেমন—শিক্ষার্থীদের সঠিক পাঠদান করতে পারবেন ঠিক তেমনি শিক্ষার্থীরা ওই পাঠ গ্রহণ করে নিজেদেরকে সমাজ তথা দেশের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

(j) বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সঙ্গে প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে বিদ্যালয়কে সমাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা ইত্যাদি।

বিদ্যালয়ের উপরোক্ত বিভিন্ন প্রশাসনিক দিকগুলিকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারলেই বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নতি সম্ভব।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষাগত পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Educational Planning in Institutional Planning) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিদ্যালয়ের শিক্ষাগত পরিকল্পনা। শিক্ষাগত পরিকল্পনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

(a) পাঠ্যক্রমকে সঠিকভাবে অনুসরণ করা।

(b) উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন।

(c) শিক্ষকরা যাতে উপযুক্ত শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করেন সেদিকে নজরদান।

(d) সহপাঠক্রমিক কার্যসূচি পরিকল্পনাকরণ ও পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ।

(e) মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন।

(f) লাইব্রেরিতে উপযুক্ত পুস্তক নির্বাচন ও সংরক্ষণ এবং শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের ওইসব পুস্তক যথাযথভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা।

(g) উপযুক্ত সময় তালিকা প্রস্তুতি।

(h) যথাসময়ে পত্রিকা প্রকাশ।

(i) শিক্ষাবিষয়ক বিভিন্ন ধরনের প্রোজেক্ট গ্রহণ।

(j) সঠিক প্রশ্নপত্র তৈরি ইত্যাদি।

এইসব শিক্ষাগত পরিকল্পনা সঠিকভাবে গৃহীত হলে পাঠন ও পাঠনের উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সঙ্গে আর্থিক দিকের সম্পর্ক (Relation between Finance & Institutional Planning) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে হলে প্রয়োজন উপযুক্ত কাঠামো। উপযুক্ত কাঠামোকে গড়ে তুলতে প্রয়োজন অর্থের। আর্থিকসংস্থান প্রয়োজনারূপ না হলে বিভিন্ন পরিকল্পনাকে সফল করে তোলা সম্ভব নয়। যথেষ্ট আলো-হাওয়া-বাতাসযুক্ত শ্রেণিকক্ষ, সুন্দর পরিবেশ, ভালো স্যানিটেশন ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন অর্থের। আবার গ্রন্থাগার উন্নয়ন, পরীক্ষাগার উন্নয়নের জন্য চাই প্রয়োজনীয় অর্থ। বিভিন্ন সহ-পাঠ্যক্রমিক কার্যসূচি পরিচালনার জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

তাই বিদ্যালয়ের আর্থিক সংগতির দিকে নজর রেখেই বিভিন্ন পরিকল্পনা রচনা করতে হবে। পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ অর্থের বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিকল্পনাকে সফল ও কার্যকারী করে তোলার জন্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিভিন্ন শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিদের সাহায্য নেওয়া দরকার। তবে কোনোভাবেই যাতে আর্থিক অপচয় না হয় সে দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

উপরোক্ত তিনটি দিকই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ এই তিনটির কোনোটিকে বাদ দিয়েই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা তৈরি করা যাবে না। তবে পরিকল্পনা তৈরি করলেই চলবে না। প্রতিটি পরিকল্পনা যাতে যথাযথ গুরুত্ব পায় এবং সেগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে প্রত্যেকের সাহায্য সহযোগিতার দিকে নজর দিতে হবে।

সুতরাং একটি সুষ্ঠু প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার মূল কথা হল প্রশাসনিক, শিক্ষাগত ও আর্থিক দিক ইত্যাদি সকল দিককে সমভাবে চিন্তা করে পরিকল্পনাকে কার্যকারী করে তুলতে পারলেই বিদ্যালয়গুলির সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সঙ্গে সিস্টেম পদ্ধতির সম্পর্ক (Relation between System Approach and Institutional Planning) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হল সিস্টেম পদ্ধতি (System Approach)। এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয় একটি সিস্টেম। স্বাভাবিকভাবে বিদ্যলয়ের বিভিন্ন কাজগুলি বিদ্যালয়রূপী সিস্টেমের অন্তর্গত উপাদান বা উপ-সিস্টেম (Sub-system) বিদ্যালয় রূপী সিস্টেম ও তার কাজ অর্থাৎ উপ-সিস্টেমগুলির বিদ্যালয়রূপী সিস্টেমের মধ্যে সমন্বয়সাধনের মাধ্যমেই প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। প্রত্যেকটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। উক্ত লক্ষ্যকে কেন্দ্র করেই বিভিন্ন পরিকল্পনা তৈরি হয়। যাকে তন্ত্রের (সিস্টেমের) লক্ষ্য বলে। সিস্টেমের উপাদানগুলি প্রয়োজনে পরিবর্তন বা বর্জন করে সিস্টেমের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। যে-কোনো সিস্টেমে যদি একটি নতুন উপাদান প্রবেশ করানো হয় তবে সিস্টেমের পরিবর্তন ঘটে এবং অন্য

একটি ফল পাওয়া যাবে। এখন সেই ফলকে সিস্টেমের মধ্যে যুক্ত করলে সিস্টেমটি নিজেই সংগঠিত হতে থাকে (যাকে স্বংয়ক্রিয় প্রক্রিয়া বলে)। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার স্তরগুলিকে পর্যায়ক্রমে অনুসরণ করলে একটি স্থির লক্ষ্যে পৌঁছোনো সম্ভব হয় যা বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও বিকাশে সাহায্য করে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোঠারি কমিশনের সুপারিশ (Recommendation of Kothari Commission on Institutional Planning) ঃ

(i) কোঠারি কমিশনের মতে আমাদের দেশের পরিকল্পনাগুলির প্রধান ত্রুটি হল উপর দিকের স্তরের কথা চিন্তা করে রচিত হয় এবং উপনিবেশিক চিন্তাধারার মতো মনে করা হয় "চুঁইয়ে পড়া নীতি" (Down and Filtation Theory) অনুযায়ী ক্রমশ তা নীচের দিকে চলে আসবে যা বাস্তবে হয় না। এই পরিকল্পনা গ্রহণ বিদ্যালয় থেকে শুরু হওয়া উচিত। কমিশনের সুপারিশ হল—পরিকল্পনার প্রথম স্তরে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর বা অঙ্গের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে মানবিক উপাদানগুলির সহযোগিতা ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার উন্নয়ন ঘটানো প্রয়োজন। মানবিক উপাদানগুলিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া যেতে পারে। যেমন—অপচয় ও অনুত্তীর্ণতা হ্রাস করা, শিক্ষণ-পদ্ধতির উন্নতিবিধান, স্বল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি দৃষ্টি আরোপ ও সাহায্য প্রদান, মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ লক্ষ, নির্দেশনাদান, পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির উন্নয়ন, শিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির উপায় নির্ণয় ইত্যাদি।

(ii) আঞ্চলিক নিগম বা কমিউনিটির সাহায্য ও সহযোগিতা নিয়ে বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দিকে দৃষ্টি আরোপ করা দরকার। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের সভাসমিতি, প্রচার, চেতনা জাগানো ইত্যাদির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার জন্য মানব সম্পদের ভূমিকা (Responsibilities of role for human resource in making institutional Planning Succesful) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন স্তরের মানবসম্পদের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হল—

প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Head Master) ঃ

একটি বিদ্যালয়কে কাঙ্ক্ষিত স্তরে উন্নীত করতে প্রধান শিক্ষকের বিশেষ ভূমিকা আছে। যেমন—

(1) তিনি প্রতিটি শিক্ষককে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে উৎসাহিত করবেন।

(2) শিক্ষকদের বিষয়গত জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনে উৎসাহিত করবেন ও সুযোগ দেবেন।

(3) শিক্ষকদের মধ্যে দলগত মনোভাব গড়ে তুলবেন ও পঠনপাঠনে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গঠন করতে প্রয়াসী হবেন।

(4) ভালো কাজের প্রশংসা করবেন ও দুর্বলতাগুলি কাটিয়ে ওঠার পরামর্শ দেবেন।

(5) বিদ্যালয় পরিবেশের সঙ্গে গৃহপরিবেশের মেলবন্ধন সৃষ্টি করতে চেষ্টা করবেন।

(6) শিশুদের জানার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলবেন ও ভাববার সুযোগ দেবেন।

(7) ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে সাহায্য করবেন।

(8) শিক্ষার্থীদের নিজে থেকে কাজ করার ও সমস্যাসমাধান করার সুযোগ প্রসারিত করবেন।

(9) বিদ্যালয়ে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছাত্রদের সামাজিকীকরণে সচেষ্ট হবেন।

(10) সহকর্মীদের মধ্যে আদর্শ আচরণবিধি চালু করবেন যা তাঁরা স্বেচ্ছায় অনুশীলন করেন।

(11) চিন্তায় স্বচ্ছতা আনবেন, সকলকে সমান সুযোগ দেবেন ও মর্যাদা দেবেন।

(12) পরীক্ষার স্বচ্ছতা বজায় রাখবেন।

(13) শিক্ষার্থীদের দুর্বলতাগুলি চিহ্নিত করে তার প্রতিকার করবেন।

(14) প্রয়োজন মতো পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করবেন। নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করে ছাত্রদের নির্দিষ্ট মানে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

(15) শিশুদের অন্যান্য দক্ষতা ও প্রতিভার স্ফুরণ যাতে ঘটে তার ব্যবস্থা করবেন।

(16) আচার-আচরণে তাদের রুচিশীল করে তুলবেন।

সহকারী শিক্ষকের ভূমিকা (Role of Assistant Teacher) :

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা যেমন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি অন্যান্য সহকারী শিক্ষকের সর্বাত্মক অংশগ্রহণের উপর প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে অন্যান্য শিক্ষকদের ভূমিকা হল—

(i) প্রতিটি শিক্ষককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন পরিকল্পনামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। যেমন—প্রশাসনিক উন্নতি, পঠনপাঠনের উন্নতি, শৃঙ্খলা রক্ষা, সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি।

(ii) শিক্ষার্থীদের উপরোক্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা শিক্ষকদের কর্তব্য।

(iii) প্রধান শিক্ষক যাতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত করতে পারেন সে ব্যাপারে প্রধান শিক্ষককে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

(iv) শিক্ষার্থীদের পঠনপাঠন ছাড়াও অন্যান্য দিকে বিভিন্নভাবে অংশগ্রহণ করা অর্থাৎ অতিরিক্ত শ্রমদান করা।

(v) অভিভাবকগণ যাতে পরিকল্পনাতে অংশগ্রহণ করে এবং তাদের পুত্র বা কন্যাকে ওই সমস্ত কাজে অংশগ্রহণে উদ্‌বুদ্ধ করে সেই ব্যাপারে অভিভাবকদের উদ্‌বুদ্ধ করাও সহকারী শিক্ষকদের কর্তব্য।

শিক্ষার্থীদের ভূমিকা (Role of Students) ঃ

শিক্ষার্থীরাই হল বিদ্যালয়ের প্রধান উপাদান। সুতরাং প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের ভূমিকা ছাড়া পরিকল্পনা সফল হবে না।

শিক্ষার্থীদের এই পরিকল্পনায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকেরা উদ্‌বুদ্ধ করবেন। শিক্ষার্থীদের বুঝতে হবে যে, পরিকল্পনাগুলি করা হয়েছে তাদের উন্নতির জন্যই। যার ফলে শিক্ষার্থীরা ওই বিষয়ে আগ্রহী হবে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভূমিকা হল—

(i) প্রধান শিক্ষক বা অন্যান্য সহকারী শিক্ষকরা প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রূপায়ণে যেসব দায়িত্ব দেবেন সেগুলিকে যথাযথভাবে পালন করা।

(ii) অভিভাবকদের এই পরিকল্পনাগুলি সম্বন্ধে অবহিত করা ও সেগুলির গুরুত্ব বোঝানো।

(iii) পরিকল্পনাকে সফল করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা।

(iv) পঠনপাঠন ছাড়াও অন্যান্য পরিকল্পনাগুলিকে সফল করে তোলার জন্য অতিরিক্ত শ্রম দেওয়া ইত্যাদি।

অভিভাবকদের ভূমিকা (Role of Guardian) ঃ

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা রূপায়ণে অভিভাবকের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই পরিকল্পনাসমূহ রূপায়ণে অভিভাবকের দায়িত্ব হবে—

(i) তাঁদের পুত্র বা কন্যাদের উৎসাহিত করা।

(ii) পরিকল্পনাগুলিকে সফল করে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা।

(iii) প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষাক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে যথাযথভাবে সহযোগিতা করা।

(iv) প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য দেওয়া।

(v) এই পরিকল্পনাগুলিকে সফল করে তোলার জন্য সামাজিক ও নৈতিক সমর্থন দেওয়া।

অভিভাবক যদি বিদ্যালয়কে তাঁদেরই অঞ্চলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাবতে পারেন তবে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রণ করতে উৎসাহিত হবেন।

অভিভাবকদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে স্বাগত জানানো হল বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অন্যতম কর্তব্য। এই প্রক্রিয়াকে সফল করতে পারলেই বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজ তথা অভিভাবকদের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে।

শিক্ষাবিভাগের দায়িত্ব (Role of Education Department) ঃ

প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনার সঠিক রূপায়ণে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ছাড়াও যার সহযোগিতা ব্যতীত সবকিছু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তা হল শিক্ষাবিভাগ। শিক্ষা বিভাগের দায়িত্ব হল—

(i) প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনাগুলিকে ভালোভাবে বিচারবিবেচনা করে অনুমোদনের ব্যবস্থা করা।

(ii) প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা।

(iii) নিয়মিতভাবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা।

(iv) অর্থের উপযুক্ত ব্যবহার হচ্ছে কি না সেদিকে নজর রাখা।

(v) বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করা ইত্যাদি।

অনুশীলনী

1. State the significance of Institutional Planning ?
2. Explain the term Institutional Planning ?
3. Discuss the advantages of Institutional Planning in promoting school education.
4. What are the various steps of Institutional Planning. Discuss the role of a teacher on this context.
5. Discuss the recommendation of Kothari Commission on Institutional Planning ?